UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A MONTHLY NEWS BULLETIN FROM UNIC DHAKA

Discover natural fibres 2009

মে ২০০৯ May 2009

২১তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা Volume-XXI, No. V

ক্ষুধায় প্রতিদিন ২৫ হাজার লোক মারা যাচ্ছে

বিগত দু'দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি ও খাবারের বৈচিত্র্যের ফলে খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালের আগে খাদ্যের মূল্য ছিল পড়তির দিকে। বহুলাংশে এর কারণ হলো খাদ্যশস্য উৎপাদনে রেকর্ড। একই সময়ে অবশ্য কৃষি খাতে, বিশেষ করে প্রধান খাদ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে শস্যের উৎপাদন থমকে যায় বা কমে যেতে থাকে। দ্রুত নগরায়নের ফলে কৃষি জমি অকৃষি ব্যবহারে চলে যেতে থাকে এবং খাদ্যের মূল্য কম হওয়ার কারণে কৃষকরা বিকল্প খাদ্য ও খাদ্য নয় এমন শস্য উৎপাদনে যেতে উৎসাহিত হয়। ভূমির দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীল ব্যবহারের ফলে ভূমির অবনতি, মাটির ক্ষয়, পুষ্টি উপাদান নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া, পানির দুষ্প্রাপ্যতা ও জৈবচক্রের বিপর্যয় ঘটে।

২০০৪ সালে খাদ্যমূল্য বাড়তে শুরু করে এবং সে সঙ্গে উৎপাদনও বাড়ে; কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় ধীরগতিতে। বিগত কয়েক বছরে মূল্য বাড়ে দ্রুতগতিতে। ২০০৫ সালে প্রধান প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী দেশে আবহাওয়ার চরম পরিস্থিতির কারণে ২০০৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২.১ ভাগ হ্রাস পায়। ২০০৭ সালে তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কেবল সার ও খাদ্য উৎপাদনের ব্যয়ই বাড়েনি বরং জৈব জ্বালানির জন্য মোটা শস্য ও জ্বালানি শস্যের প্রসার ঘটার মতো অনুকূল অবস্থাও সৃষ্টি হয়। অনেক দেশ মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পণ্য রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ শুরু করে, অন্যান্য দেশ অভ্যন্তরীণ খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য যে কোনো মূল্যে শস্য ক্রয় করে বা আমদানিকৃত খাদ্যের ওপর করারোপের চিন্তাভাবনা করে। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক খাদ্যশস্যের বাজারে একটা আতঙ্ক ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এবং ফটকামূলক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে, যার দরুন খাদ্যশস্যের মূল্য লাগামহীন হয়ে পড়ে।

কিছু কিছু খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীল হচ্ছে বলে মনে হলেও বেশিরভাগ খাদ্যশস্যের মূল্যই অধিক থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রধান প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী দেশে ভালো ফলন হবে বলে ধারণা এবং কোনো কোনো প্রধান উৎপাদনকারী রফতানির ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেবে এমন আভাস-ইঙ্গিতের ফলে খাদ্যশস্যের

বাজার শান্ত হয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক মূল্য সাম্প্রতিক চড়া অবস্থা থেকে নেমে এসেছে। তবে মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদে সরবরাহ ও চাহিদার গতিপ্রকৃতি, জ্বালানির উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তন, পানির চাপ ও দুষ্পাপ্যতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবনতির মতো বিশ্বব্যাপী হুমকিগুলো খাদ্যমূল্য ২০০৪ সালের পর্যায়ের বেশ ওপরে রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ত্রিমাত্রিক চ্যালেঞ্জ

বর্তমান বিশ্ব খাদ্য সঙ্কট এটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সফলভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং জীবনধারণে গণপরমুখাপেক্ষিতার বিস্তার ও কষ্টার্জিত উন্নয়নের সুফল পিছিয়ে পড়া রোধ করতে হলে অনেক বছরের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন। এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যাবে না। বস্তুতপক্ষে, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বিশ্ব খাদ্য সঙ্কট, মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো ও জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশ্বের আগামী কয়েক বছরের জন্য মৌলিক ত্রিমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ঝুঁকির ব্যাপার হলো দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমি, পানি ও জ্বালানি সম্পদের ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে স্থিতিশীল উন্নয়ন সত্যিকারভাবে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করতে সমর্থ কিনা।

এই খাদ্য সঙ্কটে সাড়া দিয়ে মহাসচিব বান কি-মুনের নেতৃত্বে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সঙ্কট বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচিগুলো, ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো ও জাতিসংঘের সংশি-ষ্ট অংশগুলোর প্রধানদের এই টাস্কফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টাস্কফোর্সের লক্ষ্য হলো সঙ্কটে সাড়া দিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা। এর ফলে তৈরি হয় ব্যাপক কর্মকাঠামো, যাতে খাদ্যের উচ্চমূল্যজনিত হুমকি ও সুযোগে সাড়াদান, ভবিষ্যৎ খাদ্য সঙ্কট এড়ানোর মতো নীতিগত পরিবর্তন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখার উপায় বাতলানো হয়।

ব্যাপক কর্ম কাঠামো উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের ঐকমত্যের ফসল হলেও জাতিসংঘ ব্যবস্থার অন্যান্য অংশ, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ, রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট আন্দোলন, বেসরকারি খাতের কোম্পানি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। ব্যাপক কর্মকাঠামো ত্রিমাত্রিক চ্যালেঞ্জের একটি হিসেবে বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটের সব সমস্যার ঐন্দ্রজালিক সমাধান দিতে পারার দাবি করে না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, এটা একটা সমন্বিত জরুরি কর্মসূচি ও ফল নির্ধারণ করতে পারে যা সব মানবজীবনের জন্য একটা মৌলিক ক্ষেত্র হিসেবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কালক্রমে একটা সত্যিকার ভিন্নতা আনতে পারে।

সমস্যাগুলো কী

খাদ্যমূল্য বাড়তে শুরু করে ২০০৪ সালে, যা ২০০৬ সালে আকাশচুম্বী হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পূর্বাভাস দেয় যে, ২০০৮ সালে বিশ্ব খাদ্য আমদানিতে ১ লাখ ৩ হাজার ৫শ' কোটি ডলার ব্যয় করবে যা ২০০৭ সালের চেয়ে ২১ হাজার ৫শ' কোটি ডলার বেশি। এটা স্বল্প আয়ের খাদ্য ঘাটতির দেশগুলোর বাজেটের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে, যাদের ২০০৮ সালে খাদ্যখাতে ব্যয় শতকরা ৪০ ভাগের বেশি ব্যয় করতে হবে। এতে অনেক স্বল্প আয়ের দেশে মুদ্রাস্ফীতি, দায় পরিশোধের ভারসাম্যে বিপর্যয় ও ঋণবৃদ্ধি হতে পারে।

বিগত বারো মাসে বিশ্বে খাদ্যমূল্যের নাটকীয় বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য মজুদ হ্রাস ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি বিশ্ব খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে মারাত্মক বিপন্ন অবস্থায় ফেলে দেয় এবং তা পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণের অপরিহার্যতা পুনরায় তুলে ধরে। ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা জনস্বাস্থ্যের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি এবং এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মায় মিলিতভাবে যতো লোক মারা যায়, এতে মারা যায় তার চেয়ে বেশি। ক্ষুধা ও সংশি-ষ্ট কারণে প্রতিদিন ১০ হাজার শিশুসহ ২৫ হাজার লোক মারা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ৮৫ কোটি ৪০ লাখ লোক অপুষ্টির শিকার বলে অনুমান করা হয় এবং খাদ্যের উচ্চমূল্য আরো ১০ কোটি লোককে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার আবর্তে নিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে তাদের জন্য ঝুঁকি তীব্র যাদের আয়ের অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ খাদ্য খাতে ব্যয় করতেই হয়; এরা হলো নগর দরিদ্র ও বাস্তুহারা মানুষ, গ্রামীণ ভূমিহীন, মেষপালক ও ক্ষুদ্র চাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

খাদ্য সরবরাহের জন্য নগরায়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ বেগবান শক্তি। প্রায় ১শ' ২ কোটি নগর দরিদ্র ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের মুখে অত্যন্ত অসহায়। এমনকি স্বাভাবিক মূল্যের অবস্থায়ও তারা অনেক সময় পর্যাপ্ত খাদ্য ও গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য জ্বালানি উৎপাদন বা ক্রয় করতে পারে না। আবার নগরায়ন কৃষি জমির রূপান্তর এবং পানি ও জ্বালানির প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার মাধ্যমে ভোগ ও উৎপাদনের ধরন বদলে দিচ্ছে। সবশেষে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত খাদ্যের মূল্যে আমদানিকৃত প্রধান খাদ্যের ওপর নির্ভরতার কারণে নগরের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায় এবং বাইরের আঘাতের মুখে তা বেশি অসহায় হয়ে পড়ে।

ক্ষুদ্র চাষী ও তাদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে দুইশ' কোটির মতো, যা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্বে শতকরা ৮৫ ভাগ (বা ৪৫ কোটি) কৃষি খামারের প্রতিটির আয়তন ২ হেক্টরের কম এবং গড়ে খামারের আকৃতি সঙ্কুচিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র চাষী ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দিনে ২ ডলারের কমে জীবনধারণ করে এবং তারা যা উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশি খাদ্য ক্রয় করে। তাদের অনেকেই নারী যা ভূমির মালিকানা, কৃষি উপকরণ, সম্প্রসারণ পরিসেবা, বাজার ও অর্থায়ন লাভে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। মানসম্মত বীজ, সার, গবাদিপশুর ওষুধ বা পরিসেবা লাভের সঙ্গতি থাকে না বলে ক্ষুদ্র চাষীর খামারে অধিক খাদ্য উৎপাদনের সামর্থ্য সীমিত। কম উপযোগী জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ করা হলে তা ইকো-ব্যবস্থার অবনতি ঘটায় যা পার্শ্ববর্তী সম্প্রদায়ের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

ব্যাপক কর্মকাঠামোর লক্ষ্য হলো সঙ্কট সমাধানে সরকার, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজ গ্রুপকে নীতি ও কার্যক্রমের তালিকা প্রদানের মাধ্যমে একটা অনুঘটকের কাজ করা। এটা

স্বীকার করে যে, যে কোনো সাড়ায় বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট চাহিদা, সামর্থ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। অনেক কার্যক্রমে যেমন বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে, তেমনি কাঠামোর বর্ণিত নীতি ও কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের আঘাত মোকাবিলায় দেশের সামর্থ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

কাঠামোয় বর্ণিত ফল লাভের চাবিকাঠি হলো জাতীয় সরকার, উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাতের সংস্থা ও দাতাদের মধ্যে নিবিড় অংশীদারিত্ব।

অপুষ্টি ও চিররোগ : একটি দ্বৈত হুমকি

ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্যের আশু পরিণতি খাদ্য ও পুষ্টির অনিরাপত্তার ব্যাপারে পরিবার, সরকার ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অসহায়ত্ব তুলে ধরে। এই ঝুঁকি নগর এলাকায় আরো প্রকট হতে পারে, যেখানে খাদ্যের জন্য মানুষ বাজারের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য বিশ্বের শতকরা ৭৫ ভাগ দরিদ্র পল-ী এলাকায় বাস করে যাদের খাদ্য ক্রয় ও উৎপাদন করতেই হয়। এটা ইতোমধ্যেই সুস্পষ্ট যে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষি উৎপাদনকারী অনেক ক্ষুদ্র চাষী খাদ্যের উচ্চমূল্যের সুফল পায় না। তারা উৎপাদন বাড়াতে পারে না, কারণ অর্থায়ন, বীজ ও সারের মতো কৃষি উপকরণ, বিদ্যুৎ ও বাজারের সুযোগ তাদের নেই। ফলে পরিবারের মুখে আহার জোগাতে তাদেরও সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

অসহায় জনসংখ্যাকে সহায়তার উপায় অপ্রতুল হলে মানব, বিশেষ করে নারী ও শিশুর উন্নয়নে তার অপরিবর্তনীয় অভিঘাত পড়তে পারে। বর্তমানে বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি মানুষের যে কোনো ধরনের সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নেই। অত্যন্ত অসহায় লোকদের পরিমাণে কম ও কম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, ছেলেমেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে আনা, গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি বা পরিবারের আহার জোগানোর জন্য ধারদেনা করার মতো সীমিত, অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিকর মোকাবিলা ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। কম পুষ্টির খাবার গ্রহণের ফলে পরবর্তী বংশধরের

অপুষ্টির পর্যায় বেড়ে যেতে পারে, জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং রোগ ও আঘাতের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে। খাদ্য সঙ্কট এভাবেই স্বাস্থ্যের প্রতি একটা দ্বৈত হুমকি, বিশেষ করে শিশুদের অপুষ্টি এবং চিররোগ (হৃদরোগ, বহুমূত্র ও কোনো কোনো ক্যান্সার) যা নগণ্য খাবারের সঙ্গে সংশি-ষ্ট।

সামাজিক বর্জনের শিকার গ্রুপগুলো খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বেশি অসহায় অবস্থায় পড়তে পারে। এসব গ্রুপের মধ্যে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়, জাতিগত সংখ্যালঘু, পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, বাস্তুহারা মানুষ, রাষ্ট্রহীন মানুষ ও অভিবাসী। বিশেষ করে অনেক উদ্বাস্তু ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুহারা লোককে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের চাষাবাদের জন্য কৃষি জমি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। কার্যত, বিশ্ব খাদ্যসঙ্কট বিশ্বের অতি অসহায় কোটি কোটি মানুষকে বিপন্ন করছে এবং মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা হ্রাসে লব্ধ গুরুত্বপূর্ণ সুফল পাল্টে দিতে পারে।

সরকারগুলোর প্রতিক্রিয়া

খাদ্যের উচ্চমূল্যের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু সরকার বাণিজ্যিক ও করারোপ ব্যবস্থা বিবেচনা করছেন যা অভ্যন্তরীণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিপূরক বা সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। তবে সরাসরি মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রফতানির ওপর বিধিনিষেধ, সাধারণীকৃত ভর্তুকি বা মজুরি বৃদ্ধি বাজারের আরো বিকৃতি ঘটাতে পারে, যা কালক্রমে অকার্যকর বা আর্থিকভাবে অস্থিতিশীল হতে পারে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ খাদ্য মূল্যের প্রত্যাশা প্রাথমিকভাবে স্থিতিশীল করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘতর মেয়াদে তা খাদ্য উৎপাদনকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য নিরুৎসাহজনক হতে পারে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা কঠিন হতে পারে এবং তা খাদ্য ঘাটতি ও বর্ধিত কালোবাজার তৎপরতার পথ সুগম করতে পারে। অনুরূপভাবে, রফতানির ওপর বিধিনিষেধ মূল্যের অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য সরবরাহ সঙ্কুচিত এবং কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগে বিরত করতে পারে।

খাদ্যের উচ্চ মূল্য অনেক দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ও নিট খাদ্য আমদানিকারক দেশের দায় পরিশোধের ভারসাম্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। ২০০৭ সালে মুদ্রাস্ফীতির শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগের জন্য সে বছরের শেষে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিকে দায়ী করা যেতে পারে। যেসব দেশ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অনেক কষ্টে যে সফলতা অর্জন করেছে তাদের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হারের প্রতি এটা একটা বড় হুমকি।

মুদ্রাস্ফীতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের জীবনমান আরো কমিয়ে দেয় এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে খর্ব করে।

ঘটনার চক্রাবৃত্তি

সদা বর্ধমান খাদ্যমূল্য অস্থিরতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার হুমকি সৃষ্টি করে। যেসব দেশে সংঘাত বা সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতি বিদ্যমান, যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভঙ্গুর এবং সামাজিক আতঙ্ক প্রশমনে যেগুলোর সামর্থ্য কম, বিশেষ করে সেসব দেশে এই হুমকি তীব্র। বিশেষ উদ্বেগের ব্যাপার হলো সেসব দেশের জন্য, যেগুলো নাজুক রাজনৈতিক উত্তরণের অবস্থায় রয়েছে বা যেখানে এমন সংগঠিত গ্রুপ রয়েছে যারা গণহতাশাকে সরকারের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রস্তুত রয়েছে। অন্য সেসব দেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যারা ইতোমধ্যেই গুরুতর মানবিক পরিস্থিতির দুর্ভোগ পোহাচ্ছে বা অর্থনৈতিক অবরোধ বা নিষেধাজ্ঞা কবলিত রয়েছে। এটা উলে-খ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুৎপীড়িত দেশকে নীরবে দুর্ভোগ সয়ে যেতে হবে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি প্রশমনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হলো নির্বিবাদ ক্ষুধার্তকে উপেক্ষা করা।

চলমান খাদ্য সঙ্কট ও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক খাদ্য বাজারের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী জাতীয় শস্যের মজুদ হ্রাস করার পেছনে এ বিশ্বাস কাজ করেছে যে, মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকবে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দ্রুত ও সহজে শস্য সংগ্রহ করতে পারবে। সাম্প্রতিক রফতানি বিধিনিষেধ ও বিদ্যমান খাদ্য মজুদের ওপর প্রচ চাপের সাম্প্রতিক বিমিশ্রণের সঙ্গে প্রধান প্রধান রফতানিকারক দেশের ভর্তুকি ও জৈব জ্বালানি নীতি মিলে সেই আস্থা খর্ব করছে। দেশগুলো পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মজুদ নীতির ভিত্তিতে জাতীয় খাদ্য স্বনির্ভরতার প্রতি পুনরায় মনোনিবেশ করলে এই অবস্থা একটি ন্যায্য সুসঙ্গত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। কেননা ইতোপূর্বে এ ধরনের নীতি কৃষির প্রবৃদ্ধিকে খর্ব ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সাফল্যকে সীমিত করেছিল।

সঙ্কট থেকে শিক্ষণীয় কী

উপযুক্ত সহায়তা পাওয়া গেলে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে ক্ষুদ্র চাষীরা উপকৃত হতে পারে। বীজ ও সারের মতো উপকরণ, অবকাঠামোর পুনর্বাসন ও ফসল ওঠার পরবর্তী ক্ষতি কমানোর উপায়গুলোর সুযোগপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এতে ফসলের ফলন, গ্রামীণ পরিবারের কল্যাণ ও স্থানীয় খাদ্য সরবরাহ বাড়বে। ক্ষুদ্র চাষীদের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে কৃষি গবেষণা ও অবকাঠামো এবং পরিবেশগতভাবে স্থিতিশীল চর্চায় উলে-খযোগ্যভাবে অধিকতর বিনিয়োগ করতে হবে।

ক্ষুদ্র চাষীরা যেসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয় তা নিরসনে গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি স্বল্প আয়ের খাদ্য ঘাটতির অনেক দেশে কৃষি ও পল-ী উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হলে অর্থায়ন সুবিধার উন্নত সুযোগের পাশাপাশি এসব ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য মোচনে কৃষির অবদান বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে।

বর্তমান পরিস্থিতি চাহিদা নিরূপণ, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা, আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিতা চর্চার প্রতি আরো বেশি মনোযোগ দেয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। এগুলো খাদ্য বাজারের অস্থিরতার সঙ্গে সংশি-ষ্ট ঝুঁকি নিবারণ ও হ্রাস করতে পারে। আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অসহায় মানুষের চাহিদা পূরণ ও ক্ষতিকর মোকাবিলা ব্যবস্থা রোধ করলেও সকল অপুষ্টির শিকার ও ক্ষুৎপীড়িতের কাছে তা পৌঁছাতে পারে না। যেসব ব্যাপক সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে অসহায় গ্রুপগুলোকে সর্বজনীনভাবে আওতায় নিয়ে আসে সেগুলো আঘাত সয়ে নেয়ার জন্য সমাজের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি ও সামাজিক সামর্থ্য জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ। প্রবীণ পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, শিশু, উদ্বাস্তু ও বাস্তুহারা মানুষের জন্য সুরক্ষা কর্মসূচি অন্যান্য সামাজিক পরিসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত করে চালাতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মসূচিসহ পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচির সম্প্রসারণ বা সংশোধন পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জন ও স্থিতিশীল পুষ্টিচর্চা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি বাণিজ্যের বিষয়ে নবতর কৌশল গ্রহণ ও খাদ্য বাজারের অস্থিতিশীলতা মোকাবিলায় সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলো পুনরায় যাচাই করে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের এখন একটা সুস্পষ্ট সুযোগ রয়েছে। উচ্চমূল্য দায়িত্বশীল কৃষি বাণিজ্য নীতির পথ সুগম করতে পারে যার মাধ্যমে স্বল্প আয়ের দেশগুলো একটি সম্ভাবনাময় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কৃষি খাত গড়ে তোলার সুবিধা পেতে পারে। কৃষি ভর্তুকি কর্মসূচি সংস্কার ও বাজারের সুযোগদানের জোরালো অঙ্গীকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনায় অগ্রগতি অর্জনে একটা বড় বাধা বিদুরণে সহায়ক হবে, খাদ্য আমদানিকারক স্বল্প আয়ের দেশগুলোর ভোক্তাদের রক্ষা করার জন্য এ আলোচনায় স্বীকৃত বিদ্যমান বিধানগুলো এখনো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র চাষীদের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়াস পরিপূরণের বিধানগুলো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রচেষ্টার সহায়ক হবে।

ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদনের অগ্রাধিকার, জৈব জ্বালানি উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মধ্যে অধিকতর পরিপূরকতা নিশ্চিত করার জন্য ঐকমত্যের প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জৈব জ্বালানির জন্য বর্তমান নীতিগুলো পুনরায় যাচাই করে দেখা। এছাড়া, সুব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শস্য মজুদ (পুনরায়) গড়ে তোলা বা খাদ্য বাজারের ওঠানামা হ্রাস ও তা থেকে দেশগুলোকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অর্থ বাজারের হাতিয়ারগুলোর ব্যবহার আরো বেশি করা হবে কিনা তা নিরূপণ করাসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যব্যবস্থায় আস্থা পুনরায় গড়ে তোলার ব্যবস্থাও বিবেচনা করতে হবে।

ব্যাপক কর্মকাঠামো : আমাদের যা আছে তার ভিত্তিতে উন্নয়ন

বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটের প্রতি সাড়াদানে কাঠামোতে দুই গুচ্ছ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। দুটির ক্ষেত্রেই জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন। প্রথম গুচ্ছে অসহায় জনসংখ্যার আশু প্রয়োজন মেটানোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, বিশ্ব খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখা। এসব লক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ কিংবা বর্জনকর নয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো, দেশ পর্যায়ে প্রণীত নিরূপণ ও কৌশলকে নির্দেশনাদান এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয় প্রচেষ্টায় সহায়তাদান করা।

সর্বাধিক ফলপ্রসু করার জন্য এসব কার্যক্রম একই সঙ্গে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিতে হবে। এগুলো জাতীয় ও স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে জাতীয় সরকার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতসহ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশি-ষ্টদের সমন্বিত প্রচেষ্টা।

কার্যক্রম ১ ॥ অসহায় জনসংখ্যার আশু চাহিদা পূরণ করা।

ব্যাপক কর্মকাঠামোতে অসহায় জনসংখ্যা ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর খাদ্যের উচ্চমূল্যের হুমকি নিরসনে চারটি মৌলিক ফলাফল প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব ফলাফল যারা ইতোমধ্যেই দৈন্যদশায় পড়েছে তাদের চাহিদা পূরণ এবং যেসব নতুন পরিবার তাদের আয়ের মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য ক্রয় করতে না পারার কারণে খাদ্য অনিরাপত্তায় পড়ে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। এগুলোর লক্ষ্য হলো, খাদ্য প্রাপ্যতার চলতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করা। ফলাফল আরো যা নিশ্চিত করবে তার মধ্যে রয়েছে :

ক. জরুরি খাদ্য সাহায্য, পুষ্টি উদ্যোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এগুলোর সুযোগ গ্রহণ আরো সহজলভ্য করা;
খ. ক্ষুদ্র চাষীদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
গ. বাণিজ্য ও কর নীতির সমন্বয় সাধন; এবং
ঘ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংশি-ষ্টতা নিয়ন্ত্রণ করা।

ফলাফল এভাবে খাদ্যের সুযোগ ও প্রাপ্যতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের 'পরিধি' অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ব্যাপক কর্মকাঠামো প্রাপ্ত সম্পদ ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে নতুন কোনো কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে ইতোমধ্যেই চলমান কার্যক্রম বিন্যস্ত করা ও চলতি উদ্যোগ উন্নয়নের ওপর জোর দিচ্ছে। জোর দেয়া হয় সেসব কার্যক্রমের ওপর যেগুলো থেকে আশু ফল পাওয়া যেতে পারে; অবশ্য রফতানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, সাড়ার গতি ও মাত্রা এবং খাদ্যমূল্য সমন্বয়ের মতো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কার্যক্রমের মেয়াদে বিভিন্নতা হবে।

কার্যক্রম ২ ॥ দীর্ঘতর মেয়াদে পূর্বাবস্থায় ফেরার সম্ভাবনা গড়ে তোলা এবং বিশ্ব খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখা।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সুযোগ গ্রহণের প্রতি মনোযোগ দেয়া, পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা গড়ে তোলা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখা এবং খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো নিরসনের জন্য ব্যাপক কর্মকাঠামোতে চারটি মৌলিক ফলাফল প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলাফলের প্রস্তাবে রয়েছে :

ক. ক্ষুদ্র চাষীদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখা;
খ. ক্ষুদ্র চাষীদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখা;
গ. আন্তর্জাতিক খাদ্য বাজার উন্নত করা এবং
ঘ. আন্তর্জাতিক জৈব জ্বালানি বিষয়ে একটি ঐকমত্য গড়ে তোলা।

ফলাফল স্বীকার করে যে, দীর্ঘতর মেয়াদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আশু চাহিদা পরিপূরণ ও সম্পূরণ করতে হবে যা অসহায় জনসংখ্যা, কৃষক ও দেশের বৃহত্তর মাত্রায় স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখবে। এসব ফলাফল অর্জিত হলে মানুষ ও দেশগুলো খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের নতুন নতুন আঘাত ভালোভাবে সইতে পারবে এবং এ ধরনের আঘাতের সংঘটন ন্যূনতম করার লক্ষ্যে কাজ করতে পারবে। মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য ক্ষুধা হ্রাস অর্জন এবং ক্ষুদ্র চাষী, বিশেষ করে অসহায় নারী এবং পল-ী ও নগরের দরিদ্রদের সহায়ক কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগদানেও প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে। অনেক কার্যক্রম অবকাঠামো ও জনপণ্যের সহায়ক যা থেকে বৃহত্তর বাণিজ্যিক খামার চাষীও উপকৃত হবে। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র খামারের বেসরকারি খাতের বৃহত্তর ও আরো স্থিতিশীল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

পরিবেশগত আরো ক্ষতি পরিহার করার লক্ষ্যে ফলাফলে স্থিতিশীল কৃষির প্রয়োজনও তুলে ধরা হয়েছে। সরকার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে এসব ফলাফলের সঙ্গে একমত হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সব স্বার্থ সংশি-ষ্ট এবং কার্যক্রম থেকে নমনীয় ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার সমন্বিত, দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারও তাদের নিতে হবে।

পূর্ব সতর্কীকরণ

জোরদার নিরূপণ, পরিবীক্ষণ ও নজরদারি ব্যবস্থা বলবৎ থাকা নিশ্চিত করার জন্যই দুই গুচ্ছ ফলাফলকে গুরুত্ব দেয়া। অধিক নির্ভরযোগ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য নতুন নতুন আঘাতের জন্য প্রস্তুতিকে উন্নত করবে এবং

নিশ্চিত করবে যে, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গৃহীত কার্যক্রম বস্তুতপক্ষে ঝুঁকি ন্যূনতম করছে এবং অত্যন্ত অসহায় লোকদের ওপর খাদ্যের উচ্চমূল্যের কুফল লাঘব করছে।

দেশ ও বিশ্ব পর্যায়ে চলমান বেশিরভাগ কাজ সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। খাদ্যের সুযোগ, প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের অগ্রগতি করায়ত্ত করা এবং বিভিন্ন জীবিকা শ্রেণীর মধ্যে চাহিদার গুরুত্ব নিরূপণের জন্য পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থা জোরদার ও সমন্বিত করা হচ্ছে। কার্যকরভাবে সঙ্কট মোকাবিলার লক্ষ্যে সম্প্রদায়, পরিবার, বাজার ও সীমান্ত অতিক্রমী বাণিজ্য পরিবীক্ষণ জোরদারের জন্য আরো সম্পদ প্রয়োজন।

উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন যেসব দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব দেশের প্রতি উলে-খযোগ্য মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো সেসব দেশ যেগুলোতে ক. উচ্চ পর্যায়ের খাদ্য ও পুষ্টি অনিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য ও জরুরি সাড়াদানের কম সামর্থ্য রয়েছে, খ. মোট আমদানি, রফতানি ও আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের তুলনায় খাদ্য ও জ্বালানি আমদানি বেশি; গ. নগর জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, ঘ. মুদ্রাস্ফীতির উচ্চচাপের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল পরিবেশ রয়েছে, ঙ. এমন জনসংখ্যা রয়েছে যা খাদ্যের জন্য পারিবারিক আয়ের উলে-খযোগ্য অংশ ব্যয় করে ও খাদ্য অনিরাপত্তার মুখে অসহায় অবস্থায় থাকে এবং চ. ক্রমবর্ধমান হারে জলবায়ুর চরম পরিবর্তনের কুফল প্রকট হচ্ছে।

ব্যাপক কর্মকাঠামো কীভাবে অর্জন করা যাবে?

জাতীয় সরকারগুলোরই চূড়ান্ত দায়িত্ব নিতে হয় এবং তাই তারাই খাদ্য সঙ্কটে সাড়াদানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় বেসরকারি সংস্থা, চাষী/উৎপাদনকারী সংস্থা, সুশীল সমাজের সংগঠন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও আর্থিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ ও ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব স্বার্থসংশি-ষ্ট ইতোমধ্যেই সঙ্কটের অত্যন্ত জরুরি

পরিস্থিতি মোকাবিলা শুরু করেছে। তারা বিদ্যমান কর্মসূচিতে সম্পদ পুনঃবরাদ্দ করেছে এবং খাদ্য সাহায্য, পুষ্টি সেবা ও সহায়তা, সে সঙ্গে অপুষ্টি রোধ ও ব্যবস্থাপনা এবং সর্বাধিক অসহায় লোকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহায়তাদানে নতুন অর্থের ব্যবস্থা করেছে। তারা ক্ষুদ্র চাষীদের বীজ, সার ও অন্যান্য মৌলিক উপকরণ সরবরাহ করছে।

দেশ পর্যায়ে সাড়া পরিচালিত করার জন্য সরকারি নেতৃত্ব হবে অপরিহার্য। সুপরিজ্ঞাত, লক্ষ্য নিবদ্ধ ও কার্যকর সাড়ার সুবিধার্থে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিরূপণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের জাতীয় প্রতিপক্ষগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক ২২টি দেশে অভিন্ন নিরূপণ সম্পন্ন করেছে, আর ৬০টির বেশি দেশে সংস্থাভিত্তিক নিরূপণ শুরু হয়েছে। বিদ্যমান বিশ্ব পুষ্টি উপাত্ত ভিত্তি ব্যবহার করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও দেশভিত্তিক পুষ্টি শোচনীয় পরিস্থিতি নিরূপণ করেছে। এসব নিরূপণের মধ্য দিয়ে পল-ী ও নগর এলাকায় সঙ্কটে সাড়াদানে বর্তমান পরিচালন ব্যয় উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত আর্থিক ও পরিচালন সহায়তার প্রয়োজনীয়তা জানা গেছে। এসব নিরূপণের ভিত্তিতে দেশগুলোতে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের উদ্যোগের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা চলছে।

আগামী ছয় মাসে সঙ্কট আরো গভীর হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স কয়েকটি বিশ্ব অগ্রাধিকারের প্রতি সমন্বিত মনোযোগ দেবে : খাদ্য সাহায্য ও ব্যাপকতর সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনের প্রতি সাড়াদান; উপকরণ ও অন্যান্য কৃষি সহায়তা বিতরণ; নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো; সপক্ষতা ও সহায়তার অনুরোধে সাড়াদান।

খাদ্যের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্বের প্রয়োজনে

দেশগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সরকারি নেতৃত্বকে সহায়তাদানের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স ব্যাপক কর্মকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে একটি ব্যাপক ও সামুদায়িক অংশীদারিত্বে কথা বিবেচনা করছে। তাই টাস্কফোর্সের সদস্যরা দেশগুলোতে একটি অধিক ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, একটি অধিক সমন্বিত কার্যক্রম ও জোরালো সমন্বয়ের প্রতি নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ করবে। এছাড়া এই অংশীদারিত্ব বেসরকারি খাত, খামার/উৎপাদনকারী সংস্থা, দাতা, বেসরকারি সংস্থা ও রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এছাড়া, উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স সমন্বিত বিশে-ষণ ও খাদ্য সঙ্কটে সাড়াদানে তাদের ভূমিকা প্রসারিত করে আঞ্চলিক সংস্থা, আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য বহুপক্ষীয় ব্যাংককেও নিয়োজিত করবে।

ব্যাপক কর্মকাঠামো সমন্বয়ের জন্য একটি নীলনকশা হিসেবে কাজ করবে। সমন্বয়ের বিস্তারিত বিষয়াদি দেশ থেকে দেশে বিভিন্ন ধরনের হলেও

বৈশিষ্ট্যগতভাগে তা হবে প্রণালিবদ্ধ যৌথ কার্যক্রম। নিরূপণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের নিবিড় সহযোগিতা এবং নিয়মিত পরামর্শ ও বিশে-ষণে আদান-প্রদানের মাধ্যমে খাদ্যের জন্য সামগ্রিক অংশীদারিত্ব জোরদারের এমনভাবে সহায়তা পাবে যে সরকার ও তাদের সহযোগীরা তাদের প্রয়াসে দ্বৈতাদ্বৈত ও সাড়ায় ফারাক পরিহারে সক্ষম হবে।

উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স খাদ্যের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব গঠন সুগম করবে এবং ব্যাপক কর্মকাঠামোর ফলাফল অর্জনে লব্ধ অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নিরূপণ নিশ্চিত করবে। এটা স্বার্থ সংশি-ষ্টদের কাছে নিয়মিত সমর্থনমূলক তৎপরতা চালানো এবং অগ্রগতি নিরূপণের জন্য জাতিসংঘের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করবে। অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে যে ধরনের খাদ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশে-ষণ করা, সর্বোচ্চ পর্যায়ে অব্যাহত সমন্বয় করা ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশি-ষ্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটানো।

ব্যয় কত হবে?

বর্তমান আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলো বেশ কয়েকটি বিষয় ও প্রবণতার পরিণতি। এগুলোর মধ্যে সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে অসঙ্গতি, দরিদ্রদের জন্য বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার সীমিত আওতা ও সামর্থ্য, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কৃষি, পরিবহন ও বাজার ব্যবস্থায় কম বিনিয়োগ এবং সহায়ক নয় এমন নীতিমালা সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আফ্রিকার দেশগুলোতে সরকারের জনব্যয়ে কৃষির হিস্যা শতকরা মাত্র ৪.৫ ভাগ বা প্রায় ১৩শ' কোটি ডলার। বিশ্বব্যাপী সরকারি উন্নয়ন সাহায্যে (ওডিএ) কৃষির হিস্যাও ১৯৭৯ সালের শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ২০০৬ সালে শতকরা ৩.৪ ভাগ বা প্রায় ৪শ' কোটি ডলারে নেমে এসেছে।

জাতীয় বাজেট, ওডিএ, বেসরকারি খাত, কৃষক ও সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন উৎস থেকে বর্ধিত আর্থিক সহায়তা আসা প্রয়োজন। বেসরকারি ফাউন্ডেশন ও সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের মতো আরো বেশি নতুন ধরনের হাতিয়ারের সন্ধান করা যেতে পারে। ব্যাপক কর্মকাঠামো জনব্যয়ে ও বিনিয়োগের প্রতি আলোকপাত করছে। দুটি বিষয় উলে-খ করা যেতে পারে :

প্রতিটি থেকে কী পরিমাণ

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, সামাজিক রক্ষা, কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য বাজারের সচলতার জন্য বিশ্ব ক্রমবৃদ্ধিমূলক আর্থিক প্রয়োজনের বিপুল হিসাব বা জাতীয় জনব্যয়ে ও ওডিএসহ জন অর্থায়নের মাধ্যমে যে অঙ্কের অর্থ জোগান দেয়া হবে তা এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সাম্প্রতিক প্রাথমিক সমীক্ষা ও হিসেবে দেখা গেছে, এ অঙ্ক বছরে ২ হাজার ৫শ' কোটি থেকে ৪ হাজার কোটি ডলার।

প্রতিটির জন্য কী পরিমাণ

খাদ্য সাহায্য, কৃষি উপকরণ ও দায় পরিশোধের ভারসাম্যে সহায়তার জন্য আশু চাহিদা মেটাতে সমগ্র অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রয়োজন। দীর্ঘতর মেয়াদি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা গড়ে তোলা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করতে হবে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, কৃষি এবং স্থানীয় পরিবহন ও বাজার ব্যবস্থার জন্য মোট অঙ্কের অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ প্রয়োজন হবে। অবশিষ্ট অর্থের বহুলাংশ প্রয়োজন খাদ্য সাহায্য, পুষ্টি উদ্যোগ ও সামাজিক রক্ষার জন্য। মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যের চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ অর্জনে আফ্রিকার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও কৃষি খাতে যে বিনিয়োগ ব্যয় হিসাব করা হয়েছে এবং অঙ্ক তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

কৃষি খাতে বেশি ব্যয় করুন

এসব হিসাব যে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ তুলে ধরছে তা হলো, বর্তমান সাড়ার যে পর্যায় তার চেয়ে আর্থিক প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই জরুরি ও পর্যাপ্তভাবে জনব্যয়ে ও বিনিয়োগ বিন্যস্ত করা অপরিহার্য। এই প্রেক্ষিতে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স যেসব উৎসাহ দিচ্ছে তা হলো :

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং আরো বিশেষভাবে জনব্যয়ে কৃষির হিস্যা বাড়ানোর জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাড়তি বাজেট সম্পদের জোগান দিতে হবে।

দাতা দেশগুলোকে খাদ্য সাহায্য, অন্যান্য পুষ্টি সহায়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কর্মসূচির জন্য ওডিএ দ্বিগুণ করতে হবে। আর আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এবং কৃষি খাতে ঐতিহাসিক কম বিনিয়োগের ধারা পাল্টানোর জন্য তারপরেও প্রয়োজনে খাদ্য ও কৃষি উন্নয়নে বিনিয়োগ বর্তমান ওডিএর হার শতকরা ৩ ভাগ থেকে ১০ ভাগে উন্নীত করতে হবে।

উন্নয়নশীল ও দাতা দেশগুলোকে স্থানীয় ভোত খাদ্য মজুদের উন্নততর ব্যবহার, অবকাঠামো, বাজার ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে, স্থানীয় উৎপাদন উদ্বৃত্ত এবং বিকাশমান আর্থিক হাতিয়ারের নতুন ধরনের ব্যবহার খতিয়ে দেখতে হবে।

মিলেনিয়াম লক্ষ্যগুলো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য খাত থেকে ভিন্নতা নয় বরং তার সাথে সত্যিকার সংযোজনের ক্ষেত্রে বর্ধিত বরাদ্দ দিতে হবে।

উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স খাদ্য সাহায্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থায়নে আরো নমনীয়তা ও পূর্বাভাসযোগ্যতা, মানবিক খাদ্য ক্রয়কে রফতানি বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি দেয়া, সীমান্তের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত পেরিয়ে মানবিক খাদ্যের নির্বিঘ্ন চলাচল এবং ভোত বা প্রকৃত মানবিক খাদ্য রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভালোভাবে খাদ্য মজুদের সুযোগ গ্রহণের অবস্থা সৃষ্টির আহ্বানও জানিয়েছে।

আমাদের কার্য সম্পাদন নিশ্চিত করা

জাতিসংঘ সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচিগুলোর প্রধানদের ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ এপ্রিল বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সঙ্কট বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক গঠন করা হয়। স্থায়ী কোনো অঙ্গ হিসেবে চিন্তাভাবনা না করা হলেও টাস্কফোর্সের লক্ষ্য হলো চলতি উদ্যোগ ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে, সংশি-ষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিজ্ঞানী সমাজ ও বেসরকারি খাতের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা এবং সামর্থ্য নিয়ে এবং সমন্বিত, সঙ্গতিপূর্ণ ও সক্রিয় সাড়াকে গুরুত্ব দিয়ে স্বার্থসংশি-ষ্টদের মধ্যে সংযোগ লালন করা। উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স শরিক

হিসেবে স্বার্থসংশি-ষ্টদের কাজ করতে উৎসাহদানে ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে টাস্কফোর্স যা বিবেচনা করছে তা হলো : দেশ পর্যায়ে কার্যক্রম, অর্থায়ন ও অগ্রগতির সমন্বয় সর্বোত্তমভাবে এগিয়ে নেয়া; দেশের অভ্যন্তরে ও দেশগুলোর বাইরে অর্থায়নসহ তথ্য অনুসরণ করা এবং সম্পদের ব্যবস্থা করার উপায় নির্ধারণ করা।

বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স ব্যাপক কর্মকাঠামোর ফলাফল অর্জনে তাদের আরো প্রণালিবদ্ধভাবে নিয়োজিত করার উপায় খুঁজে দেখছে। কেবল সকল পর্যায়ের অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই কাঠামোতে চিহ্নিত ফলাফল ও কার্যক্রম অর্জিত হতে পারে।

উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর সাহায্যে নেতৃত্বদান ও এক্ষেত্রে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে পারে। সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সম্পদ ও একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তুতি থাকলে নীতি, কার্যক্রম ও ফলাফল ভালোভাবেই সম্ভাবনাময় করা সম্ভব।

কৌশলগুলো কমবেশি জানা ও পরীক্ষিত। এক্ষেত্রে যে অর্থের প্রশ্ন জড়িত তার অঙ্ক একদিক থেকে বড় মনে হলেও কাজের বিশালত্ব বা অর্থ অথবা তেলের বাজারে প্রতিদিন যে বিপুল অঙ্ক লেনদেন হয় তার তুলনায় সামান্য। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত, যদিও তার মাত্রা বিভিন্ন। অন্য কথায়, এ সঙ্কট উতরাতে কী করতে হবে তা আমরা জানি। আমরা কীভাবে কাজটা করব, কেবল তাই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

জন হোমস

জাতিসংঘের মানবিক কার্যাদি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাসচিবের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সঙ্কট বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্সের সমন্বয়ক ছিলেন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত প্যারিস এবং ১৯৯৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত লিসবনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করেন।

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ১৬ মে ২০০৯ পৃথক দুটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রথম অনুষ্ঠানটির সহআয়োজক ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি লাভ মুভমেন্ট, এতে সভাপতিত্ব করেন মিসেস তাজকেরা খায়ের এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মিসেস তাহেরুন্নেসা আবদুল-াহ। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটির সহআয়োজক ছিল ইউনিভার্সেল পিস ফেডারেশন এবং ঢাকা বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব, এতে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি মিসেস জিনাত আরা ভুঁইয়া এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. শমসের আলী। উভয় অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। পরিবার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক মো. মনিরুজ্জামান।

১৬ মে ২০০৯

ড. তাহেরুন্নেসা আবদুল-াহ সেরা পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে পুরস্কৃত করছেন

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. শমসের আলী

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org